Section 'C'
Sanskrit Fables in World Literature
Unit : I
Translation of Pañcatantra in Eastern and Western Languages

পঞ্চতন্ত্রের বিশ্ব বিজয়

কবিবর বিষ্ণুশর্মা-বিরচিত পঞ্চতন্ত্র শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও বিস্ময়কর রত্নকোষ। মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, লব্ধপ্রণাশ, কাকোলূকীয় ও অপরীক্ষিত কারক—এই পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত পঞ্চতন্ত্র গল্পগ্রন্থ বিশ্ব গল্প সাহিত্যের পথিকৃৎ। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বসাহিত্যেও পঞ্চতন্ত্রের পূর্বে রচিত কোন গল্প গ্রন্থের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বিশ্বের সর্বাধিক প্রচারিত গ্রন্থ। কিন্তু সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য গ্রন্থ হিসেবে পঞ্চতন্ত্রই সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং অনূদিত গ্রন্থ। বিগত ১৫০০ বছর ধরে বিশ্বের ষাটটি ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের দু'শত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। যুগপৎ জনপ্রিয় ও আকর গ্রন্থরূপে সমগ্র বিশ্বে পঞ্চতন্ত্রের প্রকাশনই সর্বাধিক। পাশ্চাত্যের ঈশপের গল্প, আরবদেশের সহস্র আরব্যরজনী, সিন্দবাদ এর মতো গল্প গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্যের ছন্দোবদ্ধ শিশু সাহিত্যরূপে প্রচলিত ছড়া (Rhymes) এবং পালাগান (Ballads) এর উপর পঞ্চতন্ত্রের ও বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের অসীম ও অসাধারণ প্রভাব রয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত গল্প গাথা, কথা, উপকথা প্রচলিত রয়েছে, তাদের উৎস বিষয় সুনিশ্চিত না হলেও একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে, আরব, পহ্লবী ও সিরীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত ভারতীয় বিভিন্ন গল্পগাথার ইংরেজী অনুবাদ ইউরোপীয় গল্পকার গণের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে ইউরোপের থিওডোর বেনফে (Theodor Benfey) এর পঞ্চতন্ত্র বিষয়ক রচনাবলী, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে জোহন্স হার্টেল (Johannes Hertel) এর বিবিধ প্রবন্ধ এবং পূর্ণভদ্র সঙ্কলিত পঞ্চতন্ত্রকথা বিষয়ক গবেষণাধর্মী রচনাসমূহ, সর্বোপরি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেঙ্কলিন এজগারটন (Franklin Edgerton) এর দু'খণ্ডে প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্রের সংস্করণ ইউরোপীয় গল্প সাহিত্যের উৎসবিষয়ক অনেক কৌতূহলেরই নিবৃত্ত ঘটিয়েছে।

Scanned with CamScanner

পঞ্চতন্ত্র যে সুপ্রাচীন গ্রন্থ এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। ভারতীয় গবেষকগণ যদি করেন খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র রচিত হয়। কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন মূল পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে রচিত হয়েছে। তাঁদের একাংশ পঞ্চতন্ত্রের রচনাকাররূপে বিষ্ণুশর্মা বিষয়েও সন্দিহান। এর কারণ হলো পঞ্চতন্ত্রের দাক্ষিণাত্য সংস্করণে পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা হিসেবে পণ্ডিত বসুভগের নাম উল্লিখিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতাবিষয়ে সন্দেহের প্রকাশ করলেও, এর কোন রকম যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই।

মূল পঞ্চতন্ত্র এখন অবলুপ্ত। তথাপি পঞ্চতন্ত্রের বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য পরবর্তী সংস্করণসমূহে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রয়েছে যে—

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মাপি।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকারঃ সুমনোহরং শাস্ত্রম্।।

প্রখ্যাত ভরততত্ত্ববিদ্ প্যাট্রিক ওলিভেল (Patrick Olivelle) ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্বদিব্যালয়ের গবেষক ও অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাতগ্রন্থ 'Panchatantra: The Book of Indie's Folk Wisdom' । এই গ্রন্থে তিনি এক চমকপ্রদ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি মনে করেন বিষ্ণুশর্মা-বিরচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের প্রকৃত নাম ছিল 'নীতি পঞ্চ তন্ত্রাখ্যায়িকা' (The little story book on five topiks of Government)। পরবর্তীকালে নামটি সংক্ষিপ্ত আকারে 'পঞ্চতন্ত্র' রূপ পরিগ্রহ করে।

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম প্রবাস যাত্রা শুরু হয় সম্ভবত খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে পঞ্চতন্ত্রের বৈদেশিক সস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয় ইরাণে। ঘটনাটি যদিও সুবিদিত তথাপি তা হলো, ইরাণ ভূখণ্ডের সেমানিয় প্রদেশের রাজা অনুশ্রিবন (Anushrivan ৫৩১-৫৭১খ্রীঃ) (ভারতীয় অভিধায় নামটি সম্ভবতঃ হবে অনুশ্রবণ) তাঁর রাজবৈদ্য বার্জো (Burzoe) কে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন সঞ্জীবনী ঔষধি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য। বৈদ্যরাজ বার্জো ভারতবর্ষে এসে সঞ্জীবনী ওষধির অনুসন্ধানে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সে সময়ই তিনি পঞ্চতন্ত্রের কথা জানতে পারেন। নির্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে ইরাণে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি পঞ্চতন্ত্রের একখানি সংস্করণ সাথে নিয়ে যান। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও পহ্লবী পণ্ডিতদের সাহায্যে পঞ্চতন্ত্র 'কলিলাহ্ য়া ডিমনাহ্' 'Kalila wa Dimnah' নামে পহ্লবী ভাষায় প্রথম অনূদিত হয়। উল্লেখ্য পঞ্চতন্ত্রের পহ্লবী ভাষায় অনুবাদই বিদেশী ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের প্রথম অনুবাদ। মূল পঞ্চতন্ত্রের ন্যায় পঞ্চতন্ত্রের প্রথম পহ্লবী অনুবাও আজ অবলুপ্ত।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন সিরীয় ভাষায় বাড্ নামক এক খ্রীষ্টান পাদরী পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের মর্দিন এর ধর্মস্থান থেকে গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়। 'কলিলাহ্ য়া ডিমনাহ্' মূল পঞ্চতন্ত্রের প্রথম ভাগের 'করটক ও দমনক' শব্দের রূপান্তর।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থটি দুটি শিয়ালের। সিরীয় ভাষা থেকে পরবর্তীকালে ১৮৭৬ সালে পঞ্চতন্ত্র জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। অনুবাদ কর্মটি ও প্রকাশনা কার্য করেন বিকেল (Bickell) নামে এক জার্মান পণ্ডিত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শুলথেস (Schulthess) নামক আরেক জার্মান পণ্ডিত ও কবি বিকেলের অনুবাদের পুনঃসংস্করণ প্রকাশ করেন। মূল পঞ্চতন্ত্রের অনুসরণে ভারতবর্ষে তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের সিরীয় অনুবাদে মূলতঃ পরবর্তী কালে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীর অনুসরণে রচিত তন্ত্রাখ্যায়িকার কাহিনীকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের প্রথম পহ্লবী অনুবাদের প্রায় দু'শতক পরে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের বাগদাদ শহর থেকে পঞ্চতন্ত্রের আরেকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বাগদাদের খলিফা আব্বাসিদ খলিপ আল মনসুর (Abbasid Calip al-Mansur) এর সভাকবি আবদাল্লা-ইবন আল-মোকাফা (Abdallah Ibn al-Moquaffa) পহ্লবী ভাষায় এই অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করেন। আবদাল্লা কলিপ আল-মোকাফা মূলতঃ একজন আবেস্তা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। মোকাফা আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অনূদিত পঞ্চতন্ত্র পাঠক-পাঠিকাদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়তাই যে শুধু লাভ করেছিল তাই নয়, এই অনুবাদ সমগ্র আরব ভূখণ্ডে অন্যতম সেরা রচনা বলে স্বীকৃতিও লাভ করেছিল। আরব ভূখণ্ডে অনূদিত পঞ্চতন্ত্রের সংস্করণগুলিই ইউরোপের প্রাক্ আধুনিক যুগের পঞ্চতন্ত্রের উপর আধারিত অনুবাদ সাহিত্যের উৎস রূপে বিবেচিত হয়।

খ্রীষ্টিয় দশম-একাদশ শতকে পুনরায় পহ্লবী ভাষায় অনূদিত পঞ্চতন্ত্র সিরীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই উক্ত অনুবাদ সাহিত্য গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী পর্যায়ে রাব্বি জোয়েল নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্রের হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করেন। এরপর ত্রয়োদশ শতকের শেষ পাদে (১২৬৩-১২৭৮) পঞ্চতন্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদ রচিত হয়, যা ১৪৮০ সালে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ লাভ করে।

পঞ্চতন্ত্রের ল্যাটিন অনুবাদকে আশ্রয় করে দোনি (Doni) নামক এক পণ্ডিত ব্যক্তি ইতালীয় ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইতালীয় উক্ত অনুবাদ ১৫৫২ সালে রোমের রাজধানী ইতালীতে প্রকাশিত হয়।

১৬৭৮-৭৯ সালে 'ফেবলস অব বিদ্‌পাই' (Fables of Bidpai) নামে এক গুচ্ছ গল্প সাহিত্যের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন লা ফোনটেইন' (La Fontain) নামক একজন ফরাসী সাহিত্যিক। 'ফেবলস্ অব বিদপাই' এর 'বিদ্‌পাই' সংস্কৃত সাহিত্যের 'মৈথিল কবি কোকিল' বিদ্যাপতি বলে বিবেচিত হয়। কারণ বিদ্যাপতি (১৩৫২-১৪৪৮) এর 'পুরুষ-পরীক্ষা' এক উৎকৃষ্ট গল্প সাহিত্য। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক লা ফোনটেইন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 'পিলপাই' (Pilpay) নামক এক ভারতীয় ঋষির উৎসাহের

Scanned with CamScanner

জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

উল্লেখ্য সংস্কৃত ভাষায় 'চাণক্যনীতি শ্লোক' 'সুভাষিত', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি অনেক সুভাষিত শ্লোক রচিত হয়েছে। এই সমস্ত সুভাষিত শ্লোক ও জাতকের গল্প সমূহ পালি সাহিত্যের বহু সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সকল সাহিত্য ইউরোপের Khyman তথা ছড়াগুলিতে এমন কি বাইবেলের বহু উপদেশরূপেও রূপান্তরিত হয়েছে।

জার্মান পণ্ডিত গুটেনবার্গ (Gutenberg) ১৪৮৩ সালে তাঁর নিজস্ব ছাপাখানা থেকে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ সমূহের একটি সংস্করণ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। বাইবেলের পর গুটেনবার্গের ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্রের এই সংস্করণটি ভারতীয় সাহিত্যের সম্ভবতঃ প্রথম সংস্করণ। জার্মান ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের একাঙ্ক সংস্করণ ও গুটেনবার্গের পর প্রকাশিত ইন্দোনেশিয়ার অধ্যাপক চন্দিরমণি (Chandirmani) এবং অধ্যাপক এস. হুদিলকর (Prof. S.B. Hudilkar) পঞ্চতন্ত্রের জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হুদিলকর জার্মানের হেইডেলবার্গ এ অধ্যপনা করেছেন। অস্ট্রিয়ার অধ্যাপক ড. A. Karl ও পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করেন।

আরব ভূখণ্ডে প্রকাশের পূর্বে পঞ্চতন্ত্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়। তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাভা, সুমাত্রা, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগাথা মন্দিরগাত্রে, পাহাড়ে, বিভিন্ন ম্যুরাল ও মিনিয়েচার চিত্রকর্মে মুদ্রিত বা চিত্রিত হতে থাকে। জাভা দেশের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষায় পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির স্থানীয় অনুবাদ দেখা যায়। সেখানে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ 'তন্ত্রী কামন্দক' নামে পরিচিত রয়েছে। ইহা খ্রীষ্টিয় ১০৩১ অব্দে প্রকাশিত হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত দেশ লাউস। ফ্রান্স উপনিবেশের সুবাদে পঞ্চতন্ত্রের ফরাসী অনুবাদ সেখানে সহজেই প্রচারিত হয়। লাউস সম্রাট ফটিসারথ (Photisarath-১৫০৫-১৫০৮) এবং লানারাজং সাই শততীর্থ (Sai Sethathartha– ১৫৩৪-১৫৭১) এর সময়কালে জাতকের গল্প ও পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির স্থানীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেক বিখ্যাত দেশ ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়াতেও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশিষ্ট গল্পসাহিত্য গবেষক মরিজকে.জে. কোল্‌কে (Marijke. J.Kolkke) তাঁর গবেষণায় পঞ্চতন্ত্রের ইন্দোনেশিয়া সংস্করণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় পঞ্চতন্ত্র 'তন্ত্রী' নামে পরিচিত। ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টিয় দশমে শতক থেকেই ভগবদ্‌গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকের ইন্দোনেশিয়ার 'পঞ্জী' সাহিত্যে গল্প সাহিত্য পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার সাহিত্য ও জীবনে কবে থেকে পঞ্চতন্ত্রের প্রবেশ ঘটেছে তা নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও জাভার বোরোবুদুর

Scanned with CamScanner

নিকটবর্তী চণ্ডীমন্দিরে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী খ্রীষ্টিয় দশম শতকেই চিত্রিত হয়। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকের ইন্দোনেশিয়ার রাজা ঐরলিঙ্গ (Airlangga) অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর শাসনকালে তিনি ভারতবর্ষ থেকে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও শাস্ত্রগ্রন্থ ও সাহিত্য ইন্দোনেশিয়ায় আনিয়েছিলেন। শোনা যায় তিনি নিজে সাধকজীবন অতিবাহিত করতেন এবং দীর্ঘদিন অরণ্যে তপোজীবন কাটিয়েছেন।

পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ পারসীক, তুর্কী, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, স্পেন, ফ্রান্স, ইংরেজী, ইতালীয়, জার্মান ও ডেনমার্কের ভাষায় বহুল পরিমাণে অনূদিত হয়।

উল্লেখ্য লিখিত পঞ্চতন্ত্রের পাশাপাশি পঞ্চতন্ত্রের মৌখিক প্রচার ও প্রসার বৈদেশিকদের, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীদের কম প্রভাবিত করে নি। পুঁথি সংগ্রহের বাইরেও যে সমস্ত বৈদেশিক বণিক্‌গণ ভারতে আসতেন, তাঁরা জনপ্রিয় ভারতীয় এই গল্পগাথা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে অবসর বিনোদন করতেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা নিজ নিজ দেশে গিয়ে সে সব গল্পগাথা পরিচিতদের শোনাতেন। এর ফলে মূল পঞ্চতন্ত্রের অনেক গল্প কাহিনী পরিবর্তিত আকারে বিভিন্ন দেশের গল্প কাহিনীতে লিখিত আকারে স্থান লাভ করে।

আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, গল্প সাহিত্যের ধারা কমবেশী সকল সভ্যসংস্কৃতিতেই বর্তমান ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে সুত, কথক প্রভৃতি ভ্রাম্যমাণ কলাকুশলী যে বিশেষ আঙ্গিকে জনমানসে গল্প, গাথা, কথা উপকথা প্রচার করতেন, তার একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ ছিল। কালিদাসের কাব্যে উদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের কথাও জানা যায়। পারসীক বণিক্‌গণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতে এসে গল্প পরিবেশনের এই আকর্ষণীয় ধারাটি রপ্ত করেছিলেন। পরে পারসীকদের কাছ থেকে আরবগণও এই ধারায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন।

অনুবাদের মাধ্যমে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র বিশ্ব-বিজয় করেছে। আরব, ফরাসী, ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরেজী—বিশ্বের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় প্রতিটি ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী অনূদিত হয়েছে।

এতো গেল সবাক্ সাহিত্যর কথা। নির্বাক্ সাহিত্যেও পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তা সমানতালেই প্রবাহিত হয়েছে। নির্বাক্ সাহিত্য বলতে চিত্র, ভাস্কর্য, নৃত্য প্রভৃতিকে বোঝায়। ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহে বহু চিত্র-ভাস্কর্যে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। মন্দির গাত্রে, পর্বতগাত্রে, পরিধেয় বস্ত্রে, শিশুসাহিত্যে পঞ্চতন্ত্রের জীবজন্তু চরিত্রগুলির চিত্রায়ণ ঘটেছে। উল্লেখ্য এই ধরণের মিনিয়েচার ও মুর‍্যাল চিত্রপটে শুধু যে মাত্র পঞ্চতন্ত্রের গল্পগাথাই স্থান পেয়েছে তাঁই নয়, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতকগুলোরও চিত্রায়ণ ঘটেছে সমান তালে। ভাস্কর ও স্থপতিগণ, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিভিন্ন জনপ্রিয় গ্রন্থসমূহের কাহিনীকে তাঁদের চিত্রকর্মে জীবন্ত করে তুলেছেন।

রামায়ণ, মহাভারত বা বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীর চেয়ে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী

Scanned with CamScanner

[illegible] পঞ্চতন্ত্রের [illegible] চিত্রিত [illegible] পঞ্চতন্ত্রে অনুরূপ চরিত্রের উপস্থিতি [illegible] জাতকের কাহিনীগুলি [illegible] পঞ্চতন্ত্রে [illegible] বানর, কুমির, [illegible] পশুপাখি [illegible] পঞ্চতন্ত্রের যে [illegible] জাতক কাহিনী [illegible] হয়। [illegible] ও পঞ্চতন্ত্রের গল্প এবং [illegible], পুরাণ ও [illegible] গল্প।

ইন্দোনেশিয়া, জাভা, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের অনেক মন্দির ও [illegible] জাতক কাহিনী [illegible] পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী [illegible] ইন্দোনেশিয়ার অনেক বৌদ্ধ স্তূপেও পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী চিত্র ও ভাস্কর্যে অঙ্কিত রয়েছে।

অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের এক গবেষক, চন্নাবাসাপ্পা এস্‌ পাটিল (Channabasappa S. Patil) 'চিত্র ভাস্কর্যে পঞ্চতন্ত্র' নিয়ে এক অতি মূল্যবান গবেষণা করেন। পাটিল মহাশয়ের গবেষণা গ্রন্থের নাম 'Panchtantra Sculpture and literary Tradition'। [illegible] গ্রন্থের কর্ণাটক রাজ্য নিয়ে আলোচনায় পাটিল মহাশয় দেখিয়েছেন যে, কর্ণাটকে [illegible] কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। কর্ণাটক রাজ্যের প্রাচীন ভাস্কর্যে [illegible] বেশী পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী চিত্রিত [illegible] রাজবংশের শাসনকালে এই চিত্রকর্মগুলি রচিত হয়। তিনি এরকম কয়েকটি রাজবংশের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির অন্যতম হলো—কর্ণাটের চালুক্যরাজবংশ (সপ্তম-অষ্টম শতক), রাষ্ট্রকূট রাজবংশ (নবম-দশম শতক), গঙ্গারাজবংশ (দশম-একাদশ শতক), [illegible] (দশম-দ্বাদশ শতক) এবং হয়সল রাজবংশ (দ্বাদশ শতক)। উল্লেখ্য [illegible] পঞ্চতন্ত্র দেশীয় ভাষার মধ্যে কন্নড় ভাষাতেই প্রথম অনূদিত হয়। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের কন্নড় ভাষায় অনুবাদ করেন। দুর্গাসিংহ চালুক্যরাজ জয়সিংহের [illegible] প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জয়সিংহের শাসনকালে কর্ণাটকের বিভিন্ন মন্দিরগাত্রে পঞ্চতন্ত্র [illegible] 'কুমির বানর', 'কাঠঠোকরা সিংহ', 'বক ও কুলীরক', 'রাজহংসী ও কূর্ম', 'মর্কট ও [illegible]' প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়।

বিভিন্ন মন্দির ও পর্বতগাত্রে অঙ্কিত চিত্রের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা মনুষ্য সমাজের সুপ্রাচীন রীতি। দেওয়ালচিত্রের এরকম বিভিন্ন নিদর্শন সোগদিয়া সভ্যতায় দেখা যায়। সোগদিয়া মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত দেশ। ইহা প্রাচীন ইরাণীয় সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। [illegible] বর্তমান কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান নিয়ে প্রাচীন সোগদিয়া [illegible] ছিল। সমরকন্দ, বুখারা, খুজন্দ, পাঞ্জিকেন্ত ও শাহরিসবজ নিয়েই ছিল সোগদিয়া [illegible]। মধ্য এশিয়ার এই অঞ্চলের অনেক দেওয়াল চিত্রে পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের গল্পের [illegible] অঙ্কিত আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে এই দেওয়ালচিত্রগুলি অঙ্কিত হয়। এই সময়েই

Scanned with CamScanner

হুবন্-আল-মুকাফা পহ্লবী ভাষা থেকে আরবীয় ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সোগদিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। ভ্রাম্যমান বৌদ্ধ-শ্রমণ ভিক্ষুদের মাধ্যমে সোগদিয়ার সাথে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বিখ্যাত রুশ প্রত্নতাত্ত্বিক বরিস ইলিচ মার্শক (Boris Ilich Marshak) দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ঐ অঞ্চলে প্রত্নগবেষণার সময় পঞ্চতন্ত্রের গল্পভিত্তিক অনেক দেওয়াল চিত্র আবিষ্কার করেন। এই সকল চিত্রে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব ব্যাখ্যা করে বরিশ মার্শক তার 'লিজেন্ড' (Legend) পুস্তকে বলেন—'....Scenes represented at Panjikent could have been identified only through the study of Sogdian texts obiviously based on Indian literature since the subjects of those tales were completely absorbed by local artists and were contextualised in their own culture milieu through different formule more approriate for a Central Asian audience. This is the case of the scenes from the Panchatantra and Mahabharata which are considered to be represented at Panjikent.'

প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সোগদিয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী কিছু কিছু ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভেঙ্গে যাওয়া প্রত্ন সামগ্রীগুলিতে প্রাচীন ম্যানিচিয়ান মতবাদের ইঙ্গিত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ পেয়েছিলেন। ম্যানিচিয়ান মতবাদীগণ মনে করতেন পরিদৃশ্যমান জগৎ যথার্থ নয়, তত্ত্বের দিক্ থেকে তাঁরা ভারতীয় অদ্বৈতবাদীদের কাছাকাছি। পঞ্জিকেঁতের প্রাপ্ত একটি প্রাচীরচিত্রে শশক ও সিংহের গল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পটি বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র ও জৈন কবি পূর্ণভদ্র সঙ্কলিত পঞ্চতন্ত্রেও রয়েছে। ঐতিহাসিক জুলিয়ান র‍্যাবি (Julian Raby) পঞ্জিকেঁতের প্রাচীরচিত্রের সাথে প্রায় ছয় শতক পরের ইসলামী প্রাচীর চিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে পঞ্জিকেঁতের প্রাচীরচিত্রগুলি অষ্টম শতকেরও পূর্ববর্তী। এই সকল প্রাচীরচিত্রের সাথে ভারতীয় প্রাচীরচিত্রের সাদৃশ্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। জুলিয়ান র‍্যাবি আরও উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীলঙ্কায় এক খননকার্যে চীনামাটির ভগ্নপাত্রে কুমীরের পিঠে চড়া এক মর্কটের (বানর) চিত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষের দক্ষিণের এই দ্বীপরাষ্ট্রেও পঞ্চতন্ত্রের প্রসার ঘটেছিল। স্থানীয় শিল্পীগণ পঞ্চতন্ত্রের গল্পগাথাকে বিবিধ পাত্রের উপর তা অঙ্কন করতেন।

জাভাদেশেও পঞ্চতন্ত্রের গল্প গাথাকে অবলম্বন করে প্রাচীরচিত্রের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ ভারতীয় ও জাভাদেশীয় প্রাচীরচিত্রের সাদৃশ্যকে খ্রীষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের ঘটনা বলে মনে করেন। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম দেশ জাভায় যুগপৎ ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ কথা শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে মন্দিরের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রকলার মধ্যেও।

Scanned with CamScanner